জামায়াতের গর্দানে 'ইসলাম ও শরীয়ার' কোপ

বেলাল বেগ

বাঙালী ও বাংলাদেশের জানি-দুশমন হওয়া সত্ত্বেও জামাতে ইসলামী বাংলাদেশে আজও কেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাভোগ সহ দোর্দণ্ড প্রতাপে বিচরণ করছে, তার মাত্র দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র, পশ্চাৎপদ, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রকৃত ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা; দ্বিতীয় কারণ, ১৯৭৫ সনে পরাজিত শক্তি কর্তৃক হত্যা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের দখল নেবার পর ঐ দখল অব্যাহত রাখার অব্যর্থ উপায় হিসাবে ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের নিষ্ঠুর নীতি।

পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে এখনও ধর্মের নামে শাসন ও শোষণ চলে, সে-সব দেশের শাসকরা ভাল করেই জানে, আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও তার সহগ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠলে ঐ বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থা শৈশবের ডাইপারের মতো পরিত্যক্ত হবে। ভারতবাসীকেও ধর্মের মাদক ধরিয়ে দিয়ে, ধূর্ত ব্রিটিশ দু'শ' বছর তাদের গোলাম রেখেছিল। কিন্তু মানুষের জাতীয়তাবোধ, গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারবোধের ক্রমউত্থানের মুখে, ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে পশ্চাদাপসারণ করতে হয়েছিল। আধুনিক ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করায় সেখানে দ্রুত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠে। এরই ফলে ভারত আজ যেখানে বিশ্বপ্রভুত্বের দাবিদার হয়ে উঠেছে, সেখানে পাকিস্তান আত্মঘাতী হয়ে মরতে বসেছে।

দেশ ও জনগণকে বাঁচানোর কোন বুদ্ধি ও ক্ষমতা বর্তমানের রাজনীতিকদের জানা আছে কি নেই,তা বলা মুশকিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা ভাসানী, মনি সিংহ, প্রফেসর মুজাফফর আহমেদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পতাকা উচ্চে তুলে ধরে রাখার সামান্য ক্ষমতাও এখন আর চোখে পড়ছে না। অথচ, একবিংশ শতাব্দীর অকল্পনীয় সম্ভাবনাকে গণমানুষের হাতে তুলে দেবার জন্য, ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাত থেকে দেশ ও মানুষের মুক্তি ঘটাতেই হবে। কিন্তু দেশ ও মানুষকে কে বাঁচাবে? কিভাবে বাঁচাবে? এমনই ভয়ানক দুশ্চিন্তাকালে আল্লার মেহেরবানীতে আবির্ভূত হলেন ফতেমোল্লা।

ইন্টারনেটে ফতেমোল্লার ইংরেজী বাংলা অসাধারণ লেখাগুলো এবং বিশেষ করে 'জামাতে পিছলামী' অধুনাপরিবর্তিত 'বাংলারইসলাম' নামক ওয়েবসাইটটি আমাকে আবার ধর্মবিষয়ক পঠনসামগ্রীর প্রতি টেনে এনেছে। যে ইসলামের অসম্ভব সুন্দর পরিবেশে আমার শৈশব কেটেছে প্রেমপ্রীতিভালবাসার মুক্তানন্দে, হিন্দু-মুসলমানের অবারিত মেলামেশায়, ওটাই যে প্রকৃত ইসলাম তার সমর্থন পেয়ে আমি ফতেমোল্লার কাছে কৃতজ্ঞ হলাম। তারপর, খোঁজখবর নিয়ে যা জানলাম, তাতে আমি আরও বিস্মিত ও মুগ্ধ হলাম। আর আজ যখন এ লেখা লিখছি, এখন আমি একেবারেই নিঃসন্দেহ হলাম, ফতেমোল্লাহ কেবল অভ্রান্ত নন, জামায়াত ধ্বংসে তাঁর কামানের গোলাও অব্যর্থ। মরণাঘাতে জামায়াত এখন ছটফট করছে। অতএব, একাত্তরের বাংলাদেশ অচিরেই রাহুমুক্ত হবে। জামাতের মুখপত্র 'সংগ্রাম' হাসান মাহমুদ এবং আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম প্রথম পৃষ্ঠায় এনে যখন তাঁদের মুণ্ডুপাত করে, তখন বুঝতে বাকি থাকে না, হাসানের ইসলাম ও শরিয়া গ্রন্থটি তাঁদের রাজনীতির গলা কেটে দিয়েছে।

ফতেমোল্লা আসলেই হাসান মাহমুদের ছদ্মনাম। নিউইয়র্কে এক নাট্যোৎসবে তাঁর লিখিত নাটক 'হিল্লা' অভিনীত হয়েছিল। ঐ দলের সঙ্গে তিনিও এসেছিলেন। সুদর্শন পুরুষ, বিনয়াদ্র পৌরুষমিশ্রিত কণ্ঠস্বর। কবি, গায়ক, উপস্থাপক এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আসরে কুশলী হারমোনিয়াম বাদক। এ বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষটি কেন হুজুরদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছেন তার কাহিনীও চমকপ্রদ। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিনি দেশ থেকে পালিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে চলে যান। তিনি তখন সদ্যবিবাহিত। তাঁর হিজাবপরা ধর্মপরায়ণ স্ত্রী যিনি এখন দুটি মসজিদ কমিটির সঙ্গে জড়িত, ভিন্ন সম্পদায়ভুক্ত মুসলমান। ঘরে ধর্মীয় পরিবেশ আর তা ছাড়া, বিদেশে করার কিছু ছিল না বলে তিনি ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে পড়াশোনা ও গবেষণায় মন দিলেন। একই সঙ্গে তিনি ভাবতে লাগলেন পাকিস্তানীরা এবং বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী মুসলমান হয়েও কেন বাঙালী মুসলমানদের হত্যা করল এবং বাঙালী নারীদের ধর্ষণ করল। এই অন্বেষা তাঁকে ইসলাম ধর্মের অনেক গভীরে নিয়ে গেল। তিনি আবিষ্কার করলেন প্রকৃত ইসলাম ভুল, মিথ্যা হাদিস ও শরিয়া নামক অনেক মিথ্যার জঞ্জালের তলায় চাপা পড়ে গেছে। তারই একটি ভয়ঙ্কর মিথ্যাকে ভর করে মওলানা মওদুদী ইসলামকে রাজনীতি বলে দাঁড় করিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বহু মাদ্রাসায় মুখস্থবুলি-শেখা মোল্লারা ইসলামের গভীরে যেতে পারেনি বলে ইসলামের নামে রাজনৈতিক দল হয়েছে। সাধারণ মানুষ ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল কিন্তু তারা অজ্ঞ বলে মোল্লাদের কথাকেই অমূল্য জ্ঞান করে থাকে। এ কথাগুলো অনুধাবন করার পর হাসান মাহমুদ লেখার তাগিদ অনুভব করেন। কিন্তু আরও পড়াশোনায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, এজন্য ছদ্ম নাম ধারণ করলেন। মধ্যপ্রাচ্য থেকে কানাডায় এসে তিনি আরও গভীর পড়াশোনায় মগ্ন হলেন। তারপর কোরান ও সহি হাদিস বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া মাত্রই স্বনামে আবির্ভূত হয়ে লেখা ও প্রচারে মনোনিবেশ করলেন। হাসান মাহমুদ এখন সকল মিডিয়ায় একজন সব্যসাচী ইসলাম প্রচারক। তিনি নিজে মুসলিম কানাডীয় কংগ্রেসের শরিয়া পরিচালক। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় মুসলিম শরিয়া কোর্ট বাতিল হয়। তাঁর বই 'ইসলাম ও শরীয়া' যেখানে ইসলামের নামে রাজনীতির মূলোৎপাটন হয়েছে, তার সামান্য কেশচ্ছেদের ক্ষমতা আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারেনি। তাঁকে রেডিও-টিভিতে মোকাবেলা করার মতো বুকের পাটাঅলা একটা লোকও এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি বাংলাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কলামিস্ট, বাঙালী জাতীয়তাবাদের অপ্রতিরোধ্য কণ্ঠস্বর, অমর একুশের গানের রচয়িতা, জীবিত কিংবদন্তি আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী হাসান মাহমুদের রাজনৈতিক ইসলাম বিরোধী তত্ত্বের প্রতি সমর্থন দিলে, বাংলাদেশে জামায়াতীদের অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে। এখন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষীয় রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো জনগণকে জানিয়ে দেয়া যে, জামায়াত আসলেই ইসলামের শত্রু এবং ইসলামের নামেই তারা সাম্রাজ্যবাদের দালালী করছে। আমেরিকান সেনাবাহিনীকে একদিন তারাই বাংলাদেশে টেনে আনবে।

জামায়াত যে ইসলামের নামে নিছক ফেরেব্বাজি ও ভাওতাবাজি তা জনগণের কাছে ধরা পড়া মাত্রই জামায়াতের কবর হয়ে যাবে। জামায়াত ধ্বংসের তলোয়ারের নাম ইসলাম ও শরীয়া।

[লেখক: প্রবাসী সাংবাদিক ও কলামিস্ট]